যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৮০ কলাম ৩

স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবরক্ষক, ব্যবস্থাপক, একাউন্টিং, গ্রাফিক্স বা ফ্যাশন ডিজাইন থেকে শুরু করে যে কোনও পেশার জন্য কম্পিউটার দক্ষতা অপরিহার্য। কিন্তু কোন পেশার জন্য কি কোর্স করা প্রয়োজন সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন *জাভেদ ইকবাল*

কম্পিউটার : ক্যারিয়ার বুঝে কোর্স

জাভেদ ইকবাল

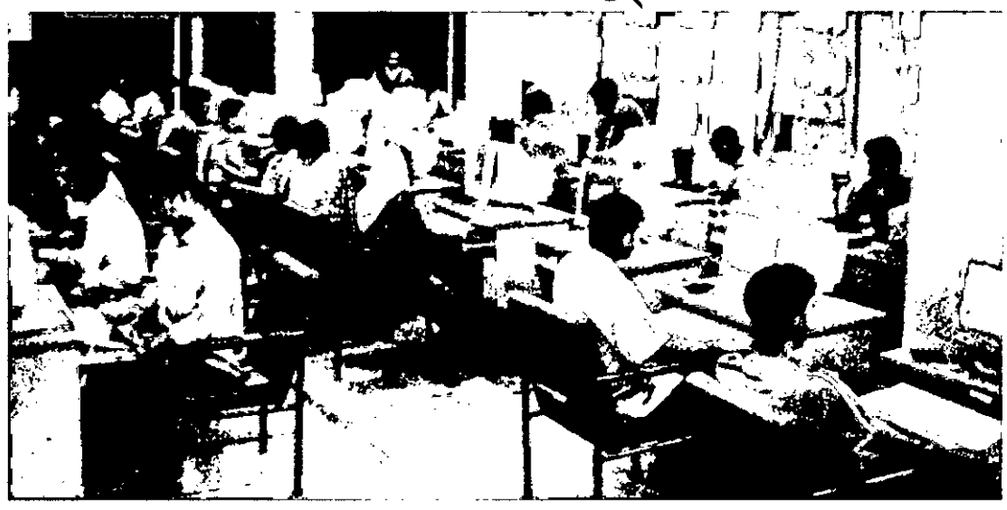

বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

কমার্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাউন্টিং প্যাকেজ শেখাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। পাস করার পর ফিন্যান্স, মার্কেটিং, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে দারুণ সুবিধা দেবে শিখে রাখা এই প্যাকেজ। এই প্যাকেজে রয়েছে বিজনেস কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ফিনান্সিয়াল একাউন্টিং, ট্যাক্সেশন, এক্সাইজ ও সার্ভিস ট্যাক্স, পে-রোল ও ইনভেস্টমেন্টস, ব্যাংকিং ট্যালি, ফ্যাট, অডিটিং ফিনান্সিয়াল এনালিসিস, রিয়েল লাইফ প্রোজেক্টস এন্ড কেসস্টাডিজসহ আরও অনেক দরকারী বিষয়। সেই সঙ্গে কম্পিউটারের ফান্ডামেন্টাল ও ইন্টারনেট এবং ই-মেলের ব্যবহারের ওপর কোর্স করা থাকলে চাকরিই আপনাকে খুঁজে নেবে।

ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টদের জন্য

সিভিল, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে যারা আর্কিটেকচার, ইন্টিরিয়র ডিজাইন নিয়ে লেখাপড়া করছে তাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি ২টি কম্পিউটার টুলস হল অটোক্যাড ও থ্রি ডি ম্যাক্স। সেই সঙ্গে রয়েছে ডিজাইনের ওপর বেশকিছু সফটওয়্যার। অটোক্যাড ও থ্রি ডি ম্যাক্স দিয়ে বিল্ডিং থেকে শুরু করে যে কোনও জিনিসেরই ত্রিমাত্রিক ডিজাইন তৈরি করা যায়। ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্টদের যে কোনও বড় ডিজাইন তৈরি ও প্রজেক্টের জন্য এই দুটি টুলস এখন অপরিহার্য।

ফ্যাশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের জন্য

ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ুয়াদের জন্য মাল্টিমিডিয়া কোর্স হবে পুরোপুরি পারফেক্ট। আর যারা মিডিয়া লাইনে কাজ করতে চান, অ্যাডভারটাইজিং প্রফেশনাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চান অথবা পাবলিশিং, আর্ট ডিরেকশন বা জার্নালিজমে কাজ করতে চান তারাও দেরি না করে মাল্টিমিডিয়া কোর্সে ভর্তি হয়ে যান। মাল্টিমিডিয়া হল অল-ইন-ওয়ান কমিউনিকেশন টুল। টেক্সট, ইলাস্ট্রেশন, ইমেজ, ভিডিও, অ্যানিমেশন, স্পেশাল ইফেক্টস, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, ওয়েব ডিজাইনিং, থ্রি-ডি মডেলিং এন্ড এনিমেশন, অটোক্যাড, ডেস্কটপ, পাবলিশিং, কোরেল ড্র, ডিজাইনিং, ত্রি-পেস টেকনিক, ফটোশপ, পেজমেকার, ফ্লাশ, কোয়ার্কসহ আরও অনেক ক্রিয়েটিভ বিষয় শেখার রয়েছে মাল্টিমিডিয়ায়। যাদের মধ্যে সৃজনশীলতা রয়েছে তাদের মাল্টিমিডিয়া কোর্সটি শিখে রাখা উচিত। ভবিষ্যতে ভালো কাজে আসবে।

বায়োলজি ও বায়োটেকনোলজির ছাত্রছাত্রীর জন্য

বায়োইনফরমেটিক্স। বায়োলজি ও বায়োটেকনোলজির স্টুডেন্টদের জন্য বেশ দরকারী একটি কোর্স। বাংলাদেশে এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় হলেও ভবিষ্যতে এটি খুব কাজের হয়ে উঠবে। বায়োইনফরমেটিক্স হল মূলত আধুনিক বায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজির একটি অপূর্ব সমন্বয়। প্রচুর পরিমাণ জেনেটিক তথ্যাবলীর সরলীকরণ হবে এই বায়োইনফরমেটিক্সের উদ্দেশ্য। এটি শিখে রাখলে অদূরভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের দারুণভাবে কপাল খুলে যেতে পারে। কেননা এই ২০০৭ সালেই বিশ্বের বায়োটেকনোলজির ইন্ডাস্ট্রির মূল্য ৭০ বিলিয়ন ডলার হতে যাচ্ছে। এটিকে ভালোভাবে টিকিয়ে রাখতে প্রচুর বায়োইনফরমেটিক্স দক্ষ লোকের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে আগ্রহী ট্যালেন্টদের জন্য খুলে যেতে পারে উচ্চতর পড়াশুনা, গবেষণা ও কনসালটেন্সির রাস্তা।

বিএ, বিএসসি, বিকম বা যে কোন শাখার শিক্ষার্থীর জন্য

যারা ভালোমতো বিএ, বিএসসি বা বিকম দ্রুত শেষ করে সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সবচেয়ে আদর্শ কোর্স হবে সফটওয়্যার ডিপ্লোমা কোর্স। এখানে শিখতে হবে নতুন নতুন প্রোগ্রামিং ভাষা C, C++, থেকে শুরু করে ভিজুয়াল বেসিক পর্যন্ত। এগুলো জানা হয়ে গেলে দেশে বসে মাইক্রোসফট, আইবিএম, ওরাকল, মান প্রভৃতি কোম্পানির গ্লোবাল সার্টিফিকেশন কোর্সের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। আর এদের যে কোনও একটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে কম্পিউটার প্রফেশনাল হিসেবে যে কারোরই ভালো ভবিষ্যৎ রয়েছে। এছাড়াও যে কোনও শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু কিছু অফবিট কোর্স রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাক্তার ও মেডিকেল প্রফেশনালদের বাতলে দেওয়া মেডিকেল রেকর্ড (রোগীর কেস-হিস্ট্রি কনসালটেশন নোট, ল্যাবরেটরি রিপোর্ট ইত্যাদি) টেক্সট আকারে তুলে রাখাই মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনিস্টদের কাজ। এদের বলা হয় 'মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট'। ভালো ইংরেজি বোঝার ও টাইপের ক্ষমতা থাকলে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন মেডিকেল টার্ম জানা থাকলে এই কোর্সটি অনায়াসেই করা যেতে পারে। আরও একটি কোর্স শিক্ষার্থীরা করে রাখতে পারে। সেটি হল কাস্টমার সার্ভিস ও আইটি এনেবলড সার্ভিসেস কোর্স। ইদানীং আমাদের দেশে কলসেন্টার ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে চলছে। যে কোনও ধরনের বেচাকেনা থেকে শুরু করে বিদেশি অফিসের অনেক কাজ করে দেওয়াই হল একজন 'কলসেন্টার এক্সিকিউটিভের' কাজ। এ কাজের জন্য স্পষ্ট উচ্চারণের ইংরেজি বলাটা খুবই জরুরি। এছাড়া মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ, ই-মেল ও ইন্টারনেটে ভালো দখল থাকলে এক্সিকিউটিভ হিসেবে ভালো করা যায়।